



১. হাতির বছর

আবরাহা নামে ইয়ামানের এক বাদশাহ ছিল। সে ছিল খুব অহংকারী। সে অনেক স্বর্ণ দিয়ে এক উপাসনালয় বানাল। তার ইচ্ছা ছিল—মানুষ কাবা ছেড়ে সেখানে ইবাদত করবে। কিন্তু কেউ সেখানে গেল না। বরং আরবরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। আবরাহা খুব রেগে গেল। সে ভাবল—কাবা ঘর ভেঙে ফেলবে। তাহলে মানুষ তার উপাসনালয়ে যাবে। সে বিশাল হাতির দল নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। কিন্তু মক্কার কাছে আসতেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বিশেষ পাখি পাঠালেন। পাখিগুলোর ঠোঁট ও পায়ে ছিল পাথর। তারা ওই পাথরগুলো ছুড়ে দিল আবরাহার সৈন্যদের ওপর। সব সৈন্য মারা গেল। এই ঘটনার বছরকে বলা হয় “হাতির বছর”। সেই বছরেই আমাদের প্রিয় নবিজি ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।



৪. দাদার স্নেহ-ছায়ায়

নবিজির বয়স ছয় বছর। একদিন তিনি মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি বেড়াতে যান। সেখানে তারা কিছুদিন থাকেন। অতঃপর মস্কায় ফিরে আসেন। বাড়ি ফেরার পথে তার মা মারা যান। নবিজি মস্কায় ফিরে এলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন। আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে খুব আদর করতেন। অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মস্কার সর্দার। তিনি কাবার ছায়ায় বিছানা পেতে বসে থাকতেন। তার সামনে নবিজি খেলাধুলা করতেন, ছোট্টাছুটি করতেন। আব্দুল মুত্তালিব নাতির খেলাধুলা দেখে খুব আনন্দ পেতেন। নবিজিকে ছাড়া তিনি কখনোই খাবার খেতেন না। নবিজি তার সাথে খেতে বসলে তবেই তিনি খাওয়া শুরু করতেন। আব্দুল মুত্তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন নবিজিকে পরম মায়ায় আগলে রেখেছিলেন।



১০. নবিজি হলেন নির্যাতিত

নবিজি যেই না প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, অমনি মস্কার কাফির-মুশরিকরা নবিজির ওপর কঠিন যুলুম-অত্যাচার শুরু করল। নানাভাবে তাকে কষ্ট দিতে লাগল। তারা নবিজির দিকে পাথর ছুড়ে দিত। সিজদায় গেলে নবিজির মাথায় উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিত। দূর থেকে তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। কেউবা পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় টিপ্পনী কাটত।

তারা নবিজির সাথে সাথে সাহাবিদের ওপরও প্রচণ্ড অত্যাচার করতে শুরু করল। কাউকে মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে গরম বালুতে শুইয়ে দিত। এরপর বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। কাউকে গলায় রশ্মি বেঁধে রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াত। নবিজির চাচা আবু তালেব এ সময় নবিজির পাশে ছিলেন। যথাসম্ভব তিনি নবিজিকে কাফিরদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। কাফিররা নবিজিকে কষ্ট দিতে এলে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন।



২০. নবিজির যুদ্ধ

নবিজি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। ইমানের কথা বলতেন। ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কেউ তার কথা শোনত, আবার কেউ শোনত না। অনেকে তাকে কষ্টও দিত। এ জন্য নবিজি কাউকে কিছু বলতেন না। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। ইসলামের ওপর আঘাত এলে তিনি ছেড়ে দিতেন না। এ জন্য তাকে অনেকবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। বদর, উহুদ ও খন্দক ছাড়াও নবিজি বহু যুদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে তায়েফের যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ ও খায়বারের যুদ্ধ খুব প্রসিদ্ধ। এসব যুদ্ধে সাহাবিরাও নবিজির পাশে থেকে সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দিয়েছেন।